FEB. 09 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন উপাচার্য নিয়োগের পরও চবি'র অচলাবস্থা কাটেনি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

নতুন উপাচার্য নিয়োগের পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও চবির অচলাবস্থা কাটেনি। একদিকে ছাত্রলীগের অবরোধ চলছে, অন্যদিকে শিক্ষকরা অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নিতে অস্বীকার করায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মার্চের আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের উত্তোরণ ঘটবে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগাতার অচলাবস্থার ৮ মাস অতিবাহিত হচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়ে কয়েকটি বিভাগে জোরপূর্বক পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশ ছাড়া কোন অ্যাকাডেমিক কাজ হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অচলাবস্থা মাথায় নিয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী নতুন উপাচার্য নিযুক্ত হন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন তিনি

উপাচার্য : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

উপাচার্য : চবি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সাফল্য দেখাতে পারেননি। ছাত্রশিবিরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন, কথা বলেছেন ছাত্রদল ও ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে। ছাত্রলীগকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ফলে দায়িত্ব পাওয়ার অব্যবহিত পরেই তার দেয়া ঘোষণা 'বিশ্ববিদ্যালয় সচল করা প্রথম এবং প্রধান কাজ' আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। ছাত্রলীগ প্রশাসনকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলে জানিয়েছে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা বর্তমানে কোন অ্যাকাডেমিক কাজ করছেন না। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় সচলের আন্দোলনের নামে যারা শিক্ষক লাউঞ্জ ও ক্লাসরুমে হামলা চালিয়েছে, প্রকাশ্যে অকথ্য ভাষায় শিক্ষকদের গালিগালাজ করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি ছাত্রশিবির সমর্থিত একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সচলের স্লোগান দিয়ে কলা ভবন ও শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালায়, জানালার কাচ ভাংচুর এবং শিক্ষকদের গালি দেয়।